যায়যায়দিন

তারিখ 12 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

করিমগঞ্জে পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির ঘটনা

ফেঁসে যাচ্ছেন মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে মাদ্রাসা পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়ে গেছে। অভিযুক্ত কেন্দ্র সচিব ও প্রিন্সিপাল ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন মহলে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, করিমগঞ্জ উপজেলার মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রের দাখিল কৃষি শিক্ষা ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৬ এপ্রিল করিমগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষে পরীক্ষকরা যথারীতি খাতাপত্র দেখে নম্বর দিয়ে খাতা সিলগালা করে চলে যান। নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্র সচিব সিলগালা করা খাতা বোর্ডে পাঠানোর কথা থাকলেও তিনি তা না করে নিজ মাদ্রাসা করিমগঞ্জ সোবহানিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় নিয়ে যান।

৭ মে সোবহানিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও কেন্দ্র সচিব করিমগঞ্জ জামায়াতের আমির মাওলানা আবদুল বারী ওই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আল আমীনের মাধ্যমে সিলগালা করা খাতা খুলে নম্বর কাটাকাটি করে নিজ মাদ্রাসার ছাত্রদের খাতার নম্বর বাড়িয়ে এবং অন্য কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্রদের খাতার নম্বর কমিয়ে দেন। খাতার নম্বর কাটাকাটি করার সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির হল সুপার মাওলানা আবদুল ওয়াহাব (প্রিন্সিপাল ঝাউতলা মাদ্রাসা) সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি দেখে ফেলেন এবং এর প্রতিবাদ করেন।

পরে হল সুপার ঘটনাটি করিমগঞ্জের ইউএনওকে লিখিতভাবে জানালে ইউএনও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ঘটনাটি তদন্তের দায়িত্ব দেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম আজাদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন বলে জানান। ইউএনও আতিকুর রহমান জানান, ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মাওলানা আবদুল বারীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ প্রতিনিধির সঙ্গে পরে দেখা করবেন বলে জানান। তিনি ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন মহলে তৎপরতা চালাচ্ছেন বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন। মাওলানা আবদুল বারী এর আগেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।